শপিংমল থেকে বের হয়েই রুমানা দেখল অনেক মানুষের ভিড়। মানুষগুলো কেন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বোঝার জন্যে সে একটু মাথা উঁচু করে দেখার চেষ্টা করল। মানুষের ভিড়ে কিছু দেখা যায় না। মনে হলো সামনে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি। শুধু পুলিশ নয়, মিলিটারিও আছে— তারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে তারা মানুষগুলোকে সার্চ করছে।

রুমানার একটু তাড়াহুড়ো ছিল, এখন এই ঝামেলা থেকে কখন বের হতে পারবে কে জানে! পুলিশ আর মিলিটারি মিলে কী খুঁজছে সেটাই বা কে বলতে পারবে?

'আসলে পুলিশ আর মিলিটারি আমাকে খুঁজছে।'

কে যেন রুমানার কানের কাছে ফিসফিস করে কথাগুলো বলল। রুমানা প্রায় লাফিয়ে উঠে মানুষটার দিকে তাকায়। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের হাসিখুশি চেহারার একজন মানুষ। মাথায় এলোমেলো চুল, চোখে কালো একটা সানগ্লাস। মানুষটা দীর্ঘদেহী এবং সুদর্শন। দুই একদিন শেভ করে নি বলে গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কিন্তু সে-জন্যে তাকে খারাপ লাগছে না। একটা নীল সার্ট আর জিন্সের প্যান্ট পরে আছে। ফর্সা রঙে তাকে খুব মানিয়ে গেছে।

মানুষটা ঠাট্টা করছে কী না রুমানা বুঝতে পারল না, আমতা আমতা করে বলল, 'আপনাকে খুঁজছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কী করেছেন?'

মানুষটা একটু হেসে চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলল। চোখগুলো খুব সুন্দর। কেমন জানি ঝকমক করছে। সেটা ছাড়াও চোখের মাঝে অন্য কিছু একটা আছে, যেটা রুমানা চট করে ধরতে পারল না। মানুষটা বলল, 'আমি আসলে কিছুই করি নি।'

'আপনি যদি কিছুই না করবেন তাহলে পুলিশ মিলিটারি খামোখা আপনাকে খুঁজছে কেন?'

মানুষটা এদিক সেদিক তাকাল, তারপর নিচুগলায় বলল, 'আমি আসলে একজন এলিয়েন।'

রুমানা কথাটা স্পষ্ট করে ধরতে পারল না, বলল, 'আপনি কী?'

'এলিয়েন।' মানুষটা ব্যাখ্যা করে, 'মহাজাগতিক প্রাণী।'

রুমানা কিছুক্ষণ মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে কি হেসে ফেলবে, না কি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়বে, বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এলিয়েন?'

'হ্যাঁ।'

'পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছেন?'

মানুষটা মাথা চুলকে বলল, 'অনেকটা সেরকম।'

'কেমন লাগছে পৃথিবীতে?'

মানুষটা হেসে ফেলল, বলল, 'আপনি আসলে আমার কথা বিশ্বাস করেন নি, তাই না? ভাবছেন ঠাট্টা করছি।'

'খুব ভুল হয়েছে?'

'না ভুল হয় নি। আসলে এটা তো বিশ্বাস করার ব্যাপার না। আমি নিজেই প্রথমে বিশ্বাস করি নি।'

রুমানা ভুরু কুঁচকে বলল, 'আপনি নিজে? একটু আগে না আপনি বলেছিলেন আপনি এলিয়েন?'

'হ্যাঁ। সেটাও সত্যি। আমি আসলে সাজ্জাদ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু একই সাথে একজন এলিয়েন।'

রুমানা বলল, 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোথা থেকে নিয়েছেন? মঙ্গল গ্রহে? মঙ্গল গ্রহের ডিগ্রি পৃথিবীতে একসেপ্ট করে?'

সাজ্জাদ নামের মানুষটা, কিংবা এলিয়েনটা শব্দ করে হাসল, বলল, 'আপনার গুড সেন্স অব হিউমার!'

'কেন? এলিয়েনদের সেন্স অফ হিউমার থাকে না?'

'আসলে এলিয়েন নিয়ে মানুষের অনেক রকম মিস কনসেপশান আছে। বেশির ভাগ মানুষের ধারণা এলিয়েন হলেই সেটা দেখতে ভয়ঙ্কর কিছু হবে।'

রুমানা মাথা নাড়ল, বলল, 'ভয়ঙ্কর না হলেও অন্যরকম হবে। এক্স ফাইলে দেখেছি। সাইজে ছোট, মাথাটা বড়, চোখগুলো এরকম টানা টানা। সবুজ রঙের...'

সাজ্জাদ বলল, 'আমিও দেখেছি। ভেরি ইন্টারেস্টিং লুকিং।'

'কিন্তু আপনি বলছেন সেটা সত্যি না?'

'আসলে আমরা তো সবসময়েই কিছু একটা দেখি যেটা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। তাই যেটা ধরা-ছোঁয়া যায় না যেটা হয়তো এক ধরনের প্যাটার্ন, এক ধরনের ইনফরমেশান, সেটা আমরা কল্পনা করতে পারি না।'

'তার মানে এলিয়েনটা একটা প্যাটার্ন?'

'জিনিসটা আরো জটিল, কিন্তু ধরে নেন অনেকটা সত্যি।'

রুমানা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কিসের প্যাটার্ন?'

সাজ্জাদ বলল, 'কেউ যদি আপনাকে কয়েকটা তেঁতুলের বিচি দেয়, আপনি সেটা দিয়ে একটা প্যাটার্ন বানাতে পারবেন না? কোনো একটা তারার মতো সাজালেন, কিংবা বৃত্তের মতো সাজালেন...'

রুমানা মাথা নাড়ল, বলল, 'সেটা এলিয়েন হয়ে গেল?'

'উঁহু। সেটা হলো না। আরেকটু শুনেন তাহলে বুঝবেন। তেঁতুলের বিচি তো আর বেশি দেয়া সম্ভব না, তাই প্যাটার্নটা হবে খুব সিম্পল। এখন যদি কেউ আপনাকে একটা মানুষের মস্তিষ্ক দেয়। দিয়ে বলে, এটার সব নিউরন, তার সকল সম্ভাব্য সিনাপ্স কানেকশান দিয়ে তুমি একটা প্যাটার্ন সাজাও। তাহলে আপনি চিন্তা করতে পারবেন আপনি কী অসাধারণ প্যাটার্ন বানাতে পারবেন?'

রুমানা বলল, 'শুনেই আমার গা ঘিনঘিন করছে। মানুষের মগজ। ছিঃ!'

সাজ্জাদ আবার হা হা করে হাসল, হেসে বলল, 'আসলে আমি মাথা কেটে মগজ বের করে হাত দিয়ে তার নিউরন ঘাঁটাঘাঁটি করার কথা বলছিলাম না! আমি অন্যভাবে বলছিলাম। যেমন এখন আমি আপনার সাথে কথা বলছি। আপনার মস্তিষ্কে নতুন নতুন সিনাপ্স কানেকশন হচ্ছে। যখন আপনি সুন্দর একটা গান শোনেন সেটা আপনার মস্তিষ্কে নতুন সিনাপ্স কানেকশান তৈরি করে, বলা যায় একটা নতুন প্যাটার্ন তৈরি করে।'

রুমানা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তার মানে একটা গান আসলে একটা এলিয়েন?'

'উঁহু। আমি ঠিক তা বলি নি। একটা গানের স্মৃতি কিংবা শৈশবের কোনো একটা ঘটনার স্মৃতি যেরকম মস্তিষ্কে থাকতে পারে সেরকম একটা এলিয়েন মানুষের মস্তিষ্কে থাকতে পারে।'

রুমানা কোনো কথা না বলে সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

সাজ্জাদ বলল, 'এলিয়েনের সুবিধেটুকু বুঝতে পারছেন? তার নিজের হাত, পা, নাক, মুখের দরকার নেই। সে আমার হাত, পা, নাক, মুখ ব্যবহার করতে পারে।'

রুমানা মাথা নাড়ল, 'মানুষকে যখন জীনে ধরে তখন যেরকম হয়...'

সাজ্জাদ হাসল, 'জীনে ধরার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কি না আমি জানি না।'

'আপনার থিওরিটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে ?'

'আছে।' সাজ্জাদ হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'যদি না থাকত তাহলে এইভাবে পুলিশ মিলিটারি ঘেরাও করে আমাকে খুঁজত ?'

'তারা খবর পেল কেমন করে ?'

'সায়েন্টিফিক কমিউনিটি তো আমাদের কথা জানে, অনেকদিন থেকে খুঁজছে। যে এলিয়ানটা আমার কাছে এসেছে তার ক্যারিয়ারটা ধরা পড়ে গিয়েছিল।'

রুমানা বলল, 'যদি সত্যি এটা হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আমাকে এটা বলছেন কেন ? আমি যদি আপনাকে ধরিয়ে দিই ?'

সাজ্জাদ হাসল, 'আপনি ধরিয়ে দিবেন না।'

'আপনি কেমন করে এত নিশ্চিত হলেন ?'

'শুধু যে ধরিয়ে দেবেন না তা না। আপনি আসলে আমাকে সাহায্য করবেন যেন আমি ধরা না পড়ি।'

রুমানা অবাক হয়ে বলল, 'আমি আপনাকে সাহায্য করব ?'

'হ্যাঁ।' সাজ্জাদ মাথা নাড়ল, 'আপনি এলিয়েনটাকে আপনার মস্তিষ্কে করে নিয়ে যাবেন। পুলিশ মিলিটারি মহিলাদের ছেড়ে দিচ্ছে, আপনাকেও ছেড়ে দেবে। ওদের কাছে খবর আছে যে এলিয়েনের ক্যারিয়ার একজন পুরুষমানুষ।'

রুমানার মুখ এবারে একটু শক্ত হয়ে গেল। বলল, 'দেখেন আপনার এই গল্প বলার স্টাইলটা বেশ মজার। কিন্তু সেটাকে বেশি টেনে নেবার চেষ্টা করবেন না।'

সাজ্জাদ বলল, 'একটু আমার কথা শুনুন। শেষ কথাটা...'

রুমানা সাজ্জাদের দিকে তাকাল, 'কী শেষ কথা ?'

সাজ্জাদ ফিসফিস করে বলল, 'মানুষের চোখ আসলে মস্তিষ্কের একটা অংশ। দুজন যখন একজন আরেকজনের দিকে তাকায় তখন এই চোখের ছেদর দিয়ে মস্তিষ্কের যোগাযোগ হতে পারে। এই মুহূর্তে আমার মস্তিষ্কের সাথে আপনার মস্তিষ্কের যোগাযোগ হয়েছে। আমি আসলে আপনার মস্তিষ্কে প্রবেশ করছি।'

রুমানা বিস্ফারিত চোখে সাজ্জাদের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে অবাক হয়ে দেখল তার সামনে থেকে সবকিছু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, সে শুধু দুটি চোখ দেখতে পাচ্ছে। ঝকমকে ধারালো চোখ। সেই চোখ দুটো ধীরে ধীরে বিশাল এক শূন্যতায় রূপ নেয়। মনে হয় সেখানে কোনো সীমা নেই, কোনো অন্ত নেই, যতদূর চোখ যায় এক বিশাল শূন্যতা। সেই ভয়াবহ শূন্যতায় বুকের ভেতর কেমন যেন হাহাকার করে ওঠে। হঠাৎ তার সেই মহাজাগতিক শূন্যতার মাঝে বিন্দু বিন্দু আলোর ছটা দেখা যায়, লাল, নীল, হলুদ, সবুজ— পরিচিত আলোর বাইরে বিচিত্র সব রঙ, যে রঙ সে কখনো দেখে নি। আলোর বিন্দুগুলো ধীরে একটা রূপ নিতে থাকে। সেই বিচিত্র রূপ খুব ধীরে ধীরে নড়তে শুরু করে।

রুমানার মনে হয়, তার সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত একটি অতিপ্রাকৃত প্রাণী, সেটি নড়ছে, প্রথমে ধীরে তারপর তার গতি বাড়তে থাকে। পুরো প্রাণীটি নড়তে থাকে, কাঁপতে থাকে ঘুরতে থাকে, একসময় প্রচণ্ড বেগে পাক খেতে খেতে তার চেতনার মাঝে প্রবেশ করতে থাকে। রুমানার মনে হয়, সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। মনে হয় অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাবে, কিন্তু সে বুঝতে পারল কেউ একজন তাকে ধরে রেখেছে। খুব ধীরে ধীরে

MARKS
FULL CREAM MILK POWDER